সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩১
WEEKLY BOOKLET:431

রাহে ইলম থেকে ৭২টি মাদানী ফুল

সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ০২
নিকৃষ্টতম ব্যক্তি ০৭
সফলতা অর্জনের উপায় ১০
দুশ্চিন্তা কমানোর উপায় ২১

প্রথমে এটি পড়ুন!

হযরত ইমাম বুরহান উদ্দিন যারনুজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তুর্কিস্তানের বিখ্যাত শহর **"যারনুজ"**-এ জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য তাঁকে যারনুজি বলা হয়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হানাফী আলেমদের মধ্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি হেদায়া গ্রন্থগার, শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দিন আবুল হাসান আলী বিন আবু বকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -ওফাত শরীফ প্রায় ৬১০ হিজরীতে হয়েছিল। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি সংক্ষিপ্ত এবং জামে আরবি কিতাব "তালীমুল মুতায়াল্লিম তারিকুত তায়াল্লুম" যার উর্দু অনুবাদ দাওয়াতে ইসলামীর মজলিস আল মদীনাতু ইলমিয়া "রাহে ইলম" নামে করেছে। এই বইটি দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারী (ছাত্র), সম্মানিত শিক্ষক এবং পিতামাতার জন্য একটি সেরা উপহার। ইমাম বুরহান উদ্দিন যারনুজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কিতাবটিতে অনেক সুন্দর বর্ণনা, ঘটনা এবং উপদেশ একত্রিত করেছেন। এই বইটির সম্পূর্ণ অধ্যয়ন অত্যন্ত উপকারী। এই কিতাবটি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়েছে। হযরত ইমাম বুরহান উদ্দিন যারনুজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর এই কিতাব বা এই পুস্তিকাটি ছাত্রদের উচিত সময়ে সময়ে নিজেদের অধ্যয়নের মধ্যে রাখা, কারণ উপদেশ বার বার পড়ার "আমল করার" দাবি রাখে এবং আল্লাহর ওলীর কলম থেকে লেখা এই সোনালী কথাগুলো অন্তরে প্রভাব ফেলবে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমল করার মানসিকতা তৈরি হবে। اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

والسّلام مع الاكرام

আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْه

(বিভাগ: সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"রাহে ইলম" থেকে ৭২টি মাদানী ফুল

দোয়ায়ে আত্তার: ইয়া রব্বে কারীম! যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **"রাহে ইলম" থেকে ৭২টি মাদানী ফুল"** পড়বে বা শুনবে, তাকে দ্বীনি জ্ঞান শেখার আগ্রহ দান করুন এবং তার পিতামাতা ও পরিবার সহ সকলকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন আল্লাহর পবিত্র দরবারে মুহাদ্দিসগণ رَحِمَهُمُ الله (হাদিস বিশারদগণ) কালির দোয়াত (Ink pot) নিয়ে উপস্থিত হবেন এবং তাদের কাছে নূরের দোয়াতগুলোও থাকবে। এরপর আল্লাহ করীম ইরশাদ করবেন: তোমরা দীর্ঘকাল ধরে আমার নবীর প্রতি দরুদ পড়েছো, তাই আমার রহমত এবং জান্নাতের দিকে যাও। (আদাবুল ইমলা ওয়াল ইস্তিমলা, পৃষ্ঠা ১৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান

সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হলো উপস্থিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হলো নিজের অবস্থার হেফাযত করা। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ১১)

www.dawateislami.net

(২) দোয়ার সুযোগ পাওয়াই কবুল হওয়ার লক্ষণ

مَنْ رُزِقَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْاِجَابَةَ

যাকে দোয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাকে কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হবে না। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ১৫)

(৩) জ্ঞানের সংজ্ঞা

اَمَّا تَفْسِيْرُ الْعِلْمِ: فَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلّٰى بِهَا لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ الْمَذْكُوْرُ كَمَا هُوَ

জ্ঞান এমন একটি গুণ যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যায়, তার উপর প্রত্যেক ওই জিনিস যা সে শিখতে ও জানতে চায়, তার বাস্তবতা অনুসারে প্রকাশিত হয়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ১৬)

(৪) ফিকহের সংজ্ঞা

ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই শব্দগুলোতে ফিকহের সংজ্ঞা দিয়েছেন: اَلْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا অর্থাৎ ফিকহ হলো নিজের উপকার ও ক্ষতির বিষয়গুলো চিনে নেওয়ার নাম।" আরও বলেছেন: জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হলো তার ওপর আমল করা আর "আমল" হলো আখেরাতের জন্য দুনিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার নাম। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ১৬)

(৫) দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য

দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকারী শিক্ষার্থীর জন্য জরুরি হলো সে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখেরাতের সফলতা, নিজের এবং অন্যাদের থেকে অজ্ঞতা দূর করে এবং ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ত করে। কারণ ইসলামের অস্তিত্ব

www.dawateislami.net

শুধুমাত্র জ্ঞানের সাথেই সম্ভব এবং অজ্ঞতার সাথে তাকওয়া অবলম্বন করাও সম্ভব নয়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ১৮)

(৬) দ্বীনি জ্ঞানের স্বাদ

ফিকহে হানাফীর অনেক বড় ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেছেন: "যদি দুনিয়ার সব মানুষ আমার গোলাম হয়ে যেত, তাহলে আমি তাদের সবাইকে আজাদ(মুক্ত) করে দিতাম এবং তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেতাম।" এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি জ্ঞান ও আমলের স্বাদ পেয়ে যায়, সে দুনিয়ার ভোগবিলাস এবং মানুষের সম্মান ও প্রশংসার দিকে একেবারেই নজর রাখে না। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ১৯)

(৭) মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করা

ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য জ্ঞান অর্জন করল, সে ফজল (অর্থাৎ হেদায়েত) পেয়ে গেল। আর যে ছাত্র দুনিয়াবি উপকার হাসিলের জন্য জ্ঞান অর্জন করে, সে দীন ও দুনিয়ার বরকত থেকে বঞ্চিত হয় এবং মানুষের কাছে অপমানিত হয়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ১৯)

(৮) দুনিয়া প্রত্যাশী

هِيَ الدُّنْيَا اَقَلُّ مِنَ الْقَلِيْلِ وَعَاشُهَا اَذَلُّ مِنَ الذَّلِيْلِ

দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ জিনিস এবং এর প্রত্যাশি অত্যন্ত লাঞ্ছিত। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২০)

www.dawateislami.net

(৯) এই কিতাবটি পড়ে নিন

জ্ঞান অর্জনকারী শিক্ষার্থীর জন্য উচিত হলো ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর কিতাব **"আল-ওয়াসায়া"** মনোযোগ দিয়ে পড়া, যা তিনি ইউনুস বিন খালিদ সামতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্য রচনা করেছেন, যখন তিনি ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২১)

(১০) জ্ঞান অর্জন করো

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ. فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيْ مَتٰى يَفْتَقِرُ اِلٰى مَا عِنْدَهٗ وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْم" "জ্ঞান তুলে নেওয়ার আগেই তা অর্জন করো, কারণ তোমাদের কেউ জানে না কখন তার কাছে থাকা জ্ঞানের প্রয়োজন পড়বে। তাই তোমাদের উপর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।" (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা ৭২/৫, হাদিস-২৮৮৬১) (হাশিয়ায়ে রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২৩)

(১১) পরামর্শ করা সুন্নাত

হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত কাজে, এমনকি ঘরের প্রয়োজনীয় বিষয়েও সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ -এর সাথে পরামর্শ করতেন। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২৪)

(১২) সুরাইয়া তারকার সর্বোচ্চ চূড়ায় সবাই থাকতে চায়

لِكُلِّ اِلٰى شَاوِ الْعُلَا حَرَكَاتُ وَلٰكِنْ عَزِيْزٌ فِى الرِّجَالِ ثَبَاتُ

অনুবাদ: উচ্চতায় পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা তো সবার মধ্যেই থাকে, কিন্তু মানুষের মধ্যে দৃঢ়তা বিরল, এটি খুব কঠিন একটি জিনিস।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২৫)

www.dawateislami.net

(১৩) ৬টি জিনিস

জেনে রাখো! তুমি ৬টি জিনিস ছাড়া জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। আমি তোমাকে সেই ৬টি জিনিস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছি। সেই ৬টি জিনিস হলো: (১) মেধা, (২) দ্বীনি জ্ঞানের আগ্রহ, (৩) ধৈর্য, (৪) পর্যাপ্ত সম্পদ, (৫) শিক্ষকের নির্দেশনা, (৬) দীর্ঘ সময়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২৬)

(১৪) ক্লাসের বন্ধু কেমন হওয়া উচিত?

জ্ঞান অর্জনকারী শিক্ষার্থীর উচিত এমন ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গী বানানো যে পরিশ্রমী, পরহেযগার এবং সৎ স্বভাবের। অলস, বাচাল, ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং ফিতনা সৃষ্টিকারী থেকে দূরে থাকা উচিত। এক কবি বলেছেন:

অনুবাদ: "খারাপ মেধার বাজে অভ্যাসগুলো একজন বুদ্ধিমান ও মেধাবী ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার উপর খুব দ্রুত প্রভাব ফেলে। ঠিক যেমন একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে যদি খড়ের ছাইয়ে রাখা হয়, তাহলে তা শীতল হয়ে যায়।" (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২৭)

(১৫) আদবের বরকত

مَاوَصَلَ مَنْ وَصَلَ اِلَّا بِالْحُرْمَةِ وَمَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ اِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ

"যে ব্যক্তি যা কিছু পেয়েছে আদব ও সম্মানের কারণে পেয়েছে এবং যে ব্যক্তি যা কিছু হারিয়েছে বেয়াদবী ও অসম্মানের কারণেই হারিয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, اَلْحُرْمَةُ خَيْرٌ مِّنَ الطَّاعَةِ আদব ও সম্মান করা আনুগত্য

www.dawateislami.net

করার চেয়ে অধিক উত্তম। মানুষ গুনাহ করার কারণে কাফির হয়ে যায় না বরং সেটাকে হলকা মনে করার কারণেই কাফির হয়ে যায়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২৯)

(১৬) ছেলে বা নাতি অবশ্যই আলিম হবে

শায়খ সা'দুদ্দিন শিরাজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বুযুর্গদের বরাত দিয়ে বলতেন: যে ব্যক্তি চায় যে তার ছেলে 'আলেম' হোক, তার উচিত দরিদ্র ফকীহদের (অর্থাৎ আর্থিকভাবে দুর্বল আলেমদের) দেখাশোনা করা, তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু না কিছু দিতে থাকা। এরপরও যদি তার ছেলে আলেম না হয়, তবে তার নাতি অবশ্যই আলেম হবে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩০)

(১৭) নিকৃষ্টতম ব্যক্তি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে, যে অন্যের দুনিয়া গড়তে গিয়ে নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করে ফেলে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৩৩৯, হাদিস: ৩৯৬৬) (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩০)

(১৮) ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত ছাত্র:

যে ব্যক্তি তার শিক্ষকের কষ্টের কারণ হয় সে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং সে ইলমে দ্বীন থেকে যেভাবে সেটার হক রয়েছে সেভাবে সেটা থেকে উপকার লাভ করতে পারে না। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩২)

(১৯) এক রাতে ১৭ বার ওযু

বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর ওযুর প্রতি ভালোবাসা ছিল কারণ, "ইলম হলো নূর" এবং "ওযুও হলো নূর"। তাই ওযু করলে ইলমের নূরানিয়াত আরও বেড়ে যায়।

www.dawateislami.net

শায়খ শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একবার পেট খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর অভ্যাস ছিল যে, রাতে কিতাব অধ্যয়ন করা, অতএব ওই রাতে পেট খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁকে সতের (১৭) বার ওযু করতে হয়েছিল কারণ তিনি ওযু ছাড়া কিতাব অধ্যয়ন করতেন না। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩৩)

(২০) ছোট করে লেখার নিষেধাজ্ঞা

ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, খুব ছোট ছোট করে লিখছিল। তিনি তাকে বললেন: নিজের লেখাকে এত ছোট করে কেন লিখছ? যদি তুমি বেঁচে থাকো, তবে এই লেখার কারণে লজ্জিত হবে, আর যদি মারা যাও, তবে তোমার মৃত্যুর পরে তোমাকে মন্দ বলা হবে। আর যখন তুমি বৃদ্ধ হবে এবং তোমার চোখ দুর্বল হয়ে যাবে, তখন তুমি নিজেই নিজের এই কাজের জন্য লজ্জিত হবে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩৪)

(২১) লাল রং দিয়ে লেখা

ছাত্রদের জন্য লাল কালি ব্যবহার করা উচিত নয়। লাল কালি ব্যবহার করা বুযুর্গানে দ্বীনের পদ্ধতি নয়, বরং দার্শনিকদের পদ্ধতি। কিছু বুযুর্গ লাল কালি ব্যবহার করাকে মাকরুহ (অর্থাৎ অপছন্দনীয়) মনে করতেন। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩৫)

(২২) শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা

ছাত্রদের উচিত, পাঠ চলাকালীন অপ্রয়োজনে শিক্ষকের খুব কাছে না বসা, বরং শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে অন্তত এক ধনুকের দূরত্ব থাকা উচিত, কারণ এইভাবে বসাতে শ্রদ্ধার দিকটি প্রাধান্য পায়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩৭)

www.dawateislami.net

(২৩) অহংকারের কুফল

অহংকারের সাথে জ্ঞান অর্জন করা যায় না, যেমন একটি কবিতায় আছে, যার অর্থ হলো: অহংকারী যুবকের সাথে জ্ঞানের শত্রুতা ঠিক তেমনই, যেমন বন্যার সাথে উঁচু বাড়ির শত্রুতা থাকে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩৭)

(২৪) অবিচলতার বরকত

একটি বিখ্যাত উক্তি আছে: مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَّ وَجَدَ وَمَنْ قَرَعَ الْبَابَ وَلَجَّ وَلَجَ অর্থাৎ যে কোনো কিছুর সন্ধানে কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা চালিয়ে যায়, সে একদিন অবশ্যই তা পাবে এবং যে কোনো দরজায় ক্রমাগত করাঘাত করতে থাকে, সে একদিন অবশ্যই তার ভেতরে প্রবেশ করবে।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩৮)

(২৫) তিন প্রকারের লোক

কিছু শেখা এবং বোঝার জন্য তিন ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম অপরিহার্য। সেই তিন ব্যক্তি হলেন: (১) ছাত্র, (২) শিক্ষক, (৩) পিতা (যদি জীবিত থাকেন)। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩৯)

(২৬) পরিশ্রম বৃথা যায় না

কোটি কোটি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের ইমাম, ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা প্রত্যেক দূরবর্তী জিনিসকে নিকটবর্তী করে দেয় এবং পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা প্রতিটি বন্ধ দরজা খুলে দেয়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৩৯)

www.dawateislami.net

(২৭) পরিশ্রম করুন

একজন আরবী কবি বলেন: অনুবাদ: তুমি যদি পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়া অনেক বড় আলেম হতে চাও, তবে তা তোমার উন্মাদনা (অর্থাৎ পাগলামি) ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন কষ্ট ছাড়া সম্পদ অর্জন করা যায় না, যা অর্জনের জন্য কষ্ট করতে হয়, তাহলে জ্ঞান, যা সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় (অর্থাৎ অনেক বড় ও মহৎ কাজ), তা পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়া কিভাবে অর্জন করতে পারবে! (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৪০)

(২৮) কাজের কথা

এক জ্ঞানীর উক্তি হলো: সারারাত কাজে ব্যস্ত থাকো, তাহলে নিজের উদ্দেশ্য দ্রুত অর্জন করতে পারবে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৪১)

(২৯) সফলতা অর্জনের উপায়

হযরত আল্লামা বুরহানউদ্দিন যারনুজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে চায় তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হোক, তার উচিত সেই ইচ্ছাগুলো হাসিলের জন্য সারারাত নিজের কাজে ব্যস্ত থাকা। হে আমার বন্ধু! যদি তুমি শ্রেষ্টত্বের পূর্ণ চূড়ায় পৌছতে চাও তবে নিজের খাবার কম খাও, যাতে তুমি উপকারিতা ও ফলের অংশ পেতে পার। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৪১)

(৩০) যতটুকু পরিশ্রম ততটুকু পুরুস্কার

আরবী কাব্যের অনুবাদ: তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষাগুলো পরিশ্রম অনুসারে হাসিল করতে পারবে। যে অঢেল উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় তবে তার উচিত রাতে কিয়াম করা (নিজ কাজে ব্যস্ত থাকা)।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৪২)

www.dawateislami.net

(৩১) যাদের সংকল্প দৃঢ়, যাদের দৃষ্টি আল্লাহর উপর

প্রত্যেক ব্যক্তি তার সংকল্প অনুসারেই বড় বড় জায়গায় পৌঁছে। যার মধ্যে যত মহত্ত্ব থাকবে, সে তত উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। ছোট ছোট কাজগুলোকেও সাহসী ব্যক্তিদের কাছে অনেক বড় মনে হয় এবং সাহসী ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে বড় থেকে বড় কাজও কোনো কঠিন বিষয় নয়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা -৪৪)

(৩২) বড় কাজ পছন্দনীয়

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْاُمُوْرِ وَاَشْرَافَهَا وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

অনুবাদ: আল্লাহ পাক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং উৎকৃষ্ট কাজসমূহকে ভালোবাসেন এবং তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট কাজসমূহকে অপছন্দ করেন।"

(মু'জামুল কাবীর, ৩/১৩১, হাদিস-২৮৯৪) (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৪৫)

হাদিসের ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাক উত্তম চরিত্র ও ভালো অভ্যাসের অধিকারীকে পছন্দ করেন, পক্ষান্তরে তুচ্ছ ও মন্দ অভ্যাসের অধিকারীকে অপছন্দ করেন। মানুষ ভালো চিন্তা-ভাবনা এবং বিচক্ষণতার কারণে ফেরেশতার মতো হয়ে যায়, আর যখন সে যৌন কামনা এবং অপছন্দনীয় গুণাবলী গ্রহণ করে, তখন সে পশুর গুণাবলী ধারণ করে। যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, আল্লাহ পাক তার চরিত্রের পবিত্রতার কারণে তাকে ফেরেশতাদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং যে ব্যক্তি খারাপ চরিত্র গ্রহণ করে, সে পশুর গুণাবলী গ্রহণ করে। যেমন কুকুরের মতো ঝগড়া করা, উটের মতো বিদ্বেষ পোষণকারী, চিতার মতো অহংকারী, শিয়ালের মতো ধোঁকাবাজ এবং বিভিন্ন ধরণের শয়তানী গুণাবলী তার মধ্যে সৃষ্টি হয়।

(আত-তাইসীর বিশারহে জামিউস সাগীর, ১/২৭১, সারসংক্ষেপ)

www.dawateislami.net

(৩৩) একজন কামিল উস্তাদের তার সবচেয়ে যোগ্য ছাত্রকে উপদেশ

ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: তুমি তো খুবই দুর্বল বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে, কিন্তু তোমার ক্রমাগত প্রচেষ্টা তোমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অতএব, সবসময় অলসতা থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ অলসতা একটি অনেক বড় বিপদ এবং অশুভ জিনিস। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৪৫)

(৩৪) অলসতার কুফল

হে আমার নফস! অলসতা ও শৈথিল্য ত্যাগ করো, নতুবা অপমানই তোমার ভাগ্য হবে। আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি যে অলসরা অপমান ও লাঞ্ছনা এবং নিজের ইচ্ছা পূরণ না হওয়া ছাড়া আর কিছু পেয়েছে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৪৬)

(৩৫) জ্ঞানের স্থায়িত্ব

তথ্যের স্থায়িত্বই হলো জ্ঞানের স্থায়িত্ব। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৪৭)

(৩৬) ইলমে দ্বীনের কারণে ক্ষমার আশা

যখন মানুষ গাফিলতিতে(অলসতা) পড়ে থাকে, তখন বান্দা দ্বীনি ইলমের মাধ্যমেই মুক্তি প্রার্থনা করে। মৃত্যুর সময় যখন রুহ বুকের হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন বান্দা দ্বীনি ইলমের বদৌলতে ক্ষমার আশা রাখে।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৫০)

www.dawateislami.net

(৩৭) ভুলে যাওয়ার রোগের কারণ

অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং কফ মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে এবং কম খাবার খাওয়া কফ কমানোর একটি পরীক্ষিত উপায়। একটি উক্তি অনুসারে, ৭০ জন নবী عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এই বিষয়ে একমত যে, বেশি ভুলে যাওয়া বেশি কফ থেকে হয়, আর বেশি কফ বেশি পানি পান করার কারণে হয় এবং বেশি পানি পান করার কারণ হলো বেশি খাওয়া।

কফ কমানোর উপায়গুলো হলো: খালি পেটে কিসমিস খাওয়াও কফ কমানোর জন্য উপকারী, বমিও অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং কফ কমাতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত খাওয়ার ক্ষতিগুলোর মধ্যে একটি বড় ক্ষতি হলো সম্পদের অপচয় (অর্থাৎ সম্পদ নষ্ট করা)। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা: ৫১ থেকে ৫৩)

(৩৮) বুধবার একটি বরকতময় দিন

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: এমন কোনো কাজ নেই যা বুধবার শুরু করা হয়েছে এবং তা পূর্ণতা পায়নি। (কাশফুল খিফা, ২/১৬৩, হাদিস: ২১৮৯) বুধবার মুমিনদের জন্য একটি বরকতময় দিন প্রমাণিত হয়েছে।

(রাহে-ইলম, পৃষ্ঠা ৫৪)

(৩৯) উস্তাদ সাহেব কতটুকু সবক দিবেন

ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শায়খ কাজী উমর বিন আবি বকর যরনুজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন: প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য পাঠের পরিমাণ এতটুকু হওয়া উচিত যা তারা সহজে মুখস্থ করতে পারে।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৫৪)

www.dawateislami.net

(৪০) জ্ঞানকে লিখে (সংরক্ষণ) করে নাও

ছাত্রদের জন্য এটা জরুরি যে, শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করে এবং বারবার পুনরাবৃত্তি করার পর তা লিখে সংরক্ষণ করে নেওয়া। এইভাবে করাটা অনেক উপকারি। জ্ঞানার্জনকারীর জন্য এমন কিছু লেখা উচিত নয় যা সে নিজে বোঝেনি। কারণ এভাবে লিখলে তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাবে এবং মেধা নষ্ট হবে আর সময়ও নষ্ট হবে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৫৫)

(৪১) জ্ঞানের খেদমতের বরকত

জ্ঞানের শর্তাবলীর মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, যে জ্ঞানের সেবা করবে তবে একদিন সমস্ত লোকও তার সেবক হয়ে যাবে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৫৯)

(৪২) প্রথমে মাপো, তারপর বলো

কেউ বলেছে: ভেবেচিন্তে কথা বলো, তাহলে নিজেই বুঝে যাবে। কথার উদাহরণ তীরের মতো, তাই মুখ থেকে কথা বের করার আগে ভেবেচিন্তে নেওয়া উচিত যাতে বলা কথাগুলো উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৫৯)

(৪৩) কথা বলার জন্য উপদেশ

যদি তুমি কোনো স্নেহশীল উপদেশদাতার কথা শোনো, তবে আমি তোমাকে কথোপকথনের পদ্ধতি সম্পর্কে ৫টি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, এগুলো থেকে কখনো উদাসীন হয়ো না: (১) কথা বলার আগে প্রয়োজনের দিকটা খেয়াল রাখা, (২) কথোপকথনের সময়ের খেয়াল রাখা, (৩) কথোপকথনের ভঙ্গি, (৪) কথোপকথনের পরিমাণ এবং (৫) স্থান অর্থাৎ পরিস্থিতির চাহিদা সামনে রাখা। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬০) আদাবুল ইমলা ওয়াল ইস্তিমলা।

www.dawateislami.net

(৪৪) প্রচুর জ্ঞান অর্জনের কারণ

রাসূলের সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি এত জ্ঞান কিভাবে অর্জন করলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: بِلِسَانٍ سَؤُوۡلٍ وَقَلۡبٍ عَقُوۡلٍ অর্থাৎ, অনেক বেশি প্রশ্নকারী জিহ্বা এবং একটি জাগ্রত হৃদয়ের মাধ্যমে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬১)

(৪৫) আপনি এই বিষয়ে কী বলেন?

পূর্ববর্তী যুগে দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারীকে অধিক প্রশ্নের কারণে "مَاتَقُوۡلُ" (আপনি কী বলেন) নামে ডাকা হতো। কারণ তৎকালীন জ্ঞান অন্বেষণকারীদের অভ্যাস ছিল যে তারা অধিক পরিমাণে বলত, مَاتَقُوۡلُ فِیۡ هٰذِهِ الۡمَسۡئَلَةِ অর্থাৎ 'আপনি এই মাসয়ালা সম্পর্কে কী বলেন?' (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬১)

(৪৬) জ্ঞানের সাথে ব্যবসা সম্ভব

স্বয়ং ইমাম আযম আবু হানীফা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই কারণে অনেক বড় ফকীহ হয়েছিলেন যে, যখন তিনি কাপড় বিক্রি করতেন, তখনও নিজের দোকানে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, দ্বীনের জ্ঞান এবং শরঈ মাসায়েল ব্যবসার সাথেও শেখা যেতে পারে।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬১)

(৪৭) ইমাম আযমের জ্ঞানের কারণ

ইমাম আযম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: "নিঃসন্দেহে আমি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার কারণেই জ্ঞান অর্জন করেছি। তা এভাবে যে, যখনই আমি কোনো জ্ঞানগর্ভ বিষয় বুঝতাম এবং তার গভীরে পৌঁছাতাম, তারপর আমি অবশ্যই اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه! বলতাম।" (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬২)

www.dawateislami.net

(৪৮) ফিকহ শাস্ত্রের অনেক বড় আলেম কিভাবে হলেন?

ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর পিতা অনেক গরিব ছিলেন এবং মিষ্টি বানিয়ে বিক্রি করতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রায়ই আলেমদের কাছে মিষ্টি ইত্যাদি পাঠাতেন এবং তাঁদের কাছে আরয করতেন, "আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন।" তাঁর এই উদারতা, উত্তম ভক্তি এবং কান্নাকাটির ফলস্বরূপ তাঁর পুত্র অর্থাৎ শামসুল আইম্মা হালওয়ানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম হয়েছিলেন। ধনীদের উচিত আলেমদের কিতাব কিনে দেওয়া, নতুন নতুন কিতাব ছাপানো। এই সবই জ্ঞানের প্রচারে অত্যন্ত সহায়ক হবে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬৪)

(৪৯) দ্বীনি ইলমের ছাত্র আত্মমর্যাদাশীল হবে

দ্বীনি ইলমের ছাত্রকে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে হবে এবং মানুষের সম্পদের লোভ রাখা উচিত নয়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬৫)

আগের যুগে ছাত্রদের পদ্ধতি ছিল যে, তারা প্রথমে কোনো কাজ শিখত এবং তারপর জ্ঞান অর্জন করত, যাতে মানুষের সম্পদের প্রতি লোভ সৃষ্টি না হয় এবং অন্যের কাছে সম্পদ চাওয়ার পরিবর্তে সে ধনী হতে পারে, (কিন্তু তা না করলে) সে ফকির হয়ে যায়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬৬)

(৫০) পাঠ পুনরাবৃত্তির গুরুত্ব

অন্তরে জ্ঞান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপক্ক হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাঠ ভালোভাবে পুনরাবৃত্তি না করা হয়। একজন ছাত্রের উচিত পূর্বের দিনের

www.dawateislami.net

পাঠ পাঁচবার পুনরাবৃত্তি করবে, পরশুর পাঠ চারবার এবং তৃতীয়দিনের পাঠ তিনবার। এর আগের পাঠ দুইবার এবং ষষ্ঠ দিনের পাঠ প্রতিদিন একবার অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করবে। এই পদ্ধতি জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখার সর্বোত্তম উপায়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬৭)

(৫১) ছুটি করেননি

শায়খুল ইসলাম ইমাম বুরহান উদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন যে, আমি আমার সমস্ত বন্ধুদের থেকে শুধু এই কারণে এগিয়ে গিয়েছি যে, আমি জ্ঞান অর্জনের দিনগুলিতে কখনও ছুটি কাটাইনি। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬৮)

(৫২) একটি কিতাব মুখস্থ

হযরত ফখরুল ইসলাম কাজী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর ফরমান হলো, ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি যে, তারা ফিকহের কোনো একটি কিতাব সবসময় মুখস্থ করে নেবে যাতে ফিকহ সম্পর্কিত আরও তথ্য অর্জন করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৬৯)

(৫৩) কিছু গুনাহের শাস্তি

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لَا يُكَفِّرُ هَا اِلَّا هَمُّ الْمَعِيْشَةِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিছু গুনাহ এমন রয়েছে যার কাফফারা শুধুমাত্র জীবন-জীবিকার চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়।

(মু'জামুল আওসাত, ৪২/১, হাদিস: ১০২) (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৭০)

হাদিসের ব্যাখ্যা: এই হাদিসে জীবন-জীবিকার সেই চিন্তার কথা বলা হয়েছে, যা ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে না এবং অন্তরকে এতটাই

www.dawateislami.net

ব্যস্ত করে না যে নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং, জীবন-জীবিকার এমন চিন্তা অবশ্যই আখিরাতেরই চিন্তা। এছাড়াও একজন জ্ঞান অন্বেষণকারী শিক্ষার্থীর জন্য এটাও জরুরি যে, সে যথাসম্ভব দুনিয়াবি কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবে। একারণেই পূর্ববর্তী আলেমগণ জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করতেন। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৭০)

(৫৪) দ্বীনি ইলমের স্বাদ

যে ব্যক্তি দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পথের কষ্টগুলোকে হাসিমুখে সহ্য করে, সে এমন এক স্বাদ লাভ করে যা দুনিয়ার সমস্ত স্বাদের চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক। ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন সারারাত জেগে কোনো কঠিন মাসয়ালার সমাধান করতে সফল হতেন, তখন বলতেন: "রাজপুত্ররা এই স্বাদ কোথায় পাবে?" (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৭১)

(৫৫) দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সর্বোত্তম সময়

দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সর্বোত্তম সময় হলো প্রাথমিক যৌবন, সাহরির সময় এবং মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৭৩)

(৫৬) সবচেয়ে তিক্ত জিনিস

এক কবির আরবী কবিতার অনুবাদ: আমি অনেক তিক্ত জিনিস আস্বাদন করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কারো কাছে চাওয়ার চেয়ে তিক্ত আর কিছু নেই। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৭৬)

www.dawateislami.net

(৫৭) লেখার বরকত

বলা হয়ে থাকে যে, مَنْ حَفِظَ فَرَّ وَمَنْ كَتَبَ شَيْئًا قَرَّ অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে, শীঘ্রই সেই জিনিসটি তার মন থেকে চলে যায়, আর যে ব্যক্তি তা লিখে নেয়, সেই জিনিসটি তখন স্থায়ী হয়ে যায়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৭৮)

(৫৮) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আর কল্যাণ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হে বিলাল বিন ইয়াসার! কলমদানীকে নিজের থেকে আলাদা করো না, কারণ কলমদানী এবং যে তা রাখে, উভয়ের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মঙ্গলই মঙ্গল রয়েছে।

(মিফতাহুস সা'আদাহ, ১/৯৬৮) (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৭৯)

(৫৯) মন ও প্রাণ দিয়ে কাজে লেগে যাও

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, যখন কোনো কাজে লেগে যাও, তখন এমনভাবে মগ্ন হয়ে যাও যে, সবসময় তা হাসিলের চেষ্টায় থাকো। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮০)

(৬০) আমলহীন ছাত্রের জন্য সতর্কবাণী

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ছাত্র পরহেযগারী অবলম্বন করে না, আল্লাহ তাকে তিনটি বিষয়ের কোনো একটিতে (মুশকিল) পতিত করেন: হয় তাকে যৌবনে মৃত্যু দেন, অথবা সে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় অথবা সে সারাজীবন শাসকদের গোলামী করে থাকে। (মিফতাহুস সাআদাহ, ১/৫০) (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮১)

www.dawateislami.net

(৬১) জ্ঞান অন্বেষণকারীর (ছাত্র) জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথা

একজন জ্ঞান অন্বেষণকারীর ছাত্রের জন্য সবচেয়ে বড় পরহেযগারীর কথা হলো এটাই যে, তার উচিত বেশি খাওয়া, বেশি ঘুমানো এবং বেশি কথা বলা থেকে বিরত থাকা। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮১)

(৬২) কাগজ ও কলম সব সময় সাথে রাখা

একজন শিক্ষার্থীর উচিত সব সময় নিজের সাথে কিতাব রাখা, যাতে অবসর সময়ে তা অধ্যয়ন করতে পারে। কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি হলো: যার পাশে সব সময় কিতাব থাকে না, তার অন্তরে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান পরিপক্ক হতে পারে না। সমীচীন হলো এই যে, সাথে একটি খাতা রাখা উচিত যাতে কোনো উপকারী কথা শুনলে তা লিখে নেওয়া যায় এবং সাথে একটি কলমদানীও রাখা উচিত যাতে শোনা বিশেষ কথাগুলো লিখতে অসুবিধা না হয়। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮৫)

(৬৩) স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিকারী বস্তু

কুরআন কারীম দেখে পাঠ করার চেয়ে আর কোনো কিছুই স্মৃতিশক্তিকে বেশি প্রখর করে না, এমনিতেও কুরআন পাক দেখে পাঠ করাই উত্তম। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮৫)

(৬৪) ইমাম শাফেয়ীর তার উস্তাদের কাছে স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আরয করা

কোটি কোটি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের ইমাম, ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِىْ فَاَرْشَدَنِىْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِىْ
فَاِنَّ الْحِفْظَ فَضْلٌ مِنْ اِلٰهِىْ وَفَضْلُ اللّٰهِ لَا يُهْدٰى لِعَاصِىْ

আমি আমার উস্তাদ হযরত ওয়াকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি আমাকে পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করলেন এবং বললেন: "স্মৃতিশক্তি, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ এবং আল্লাহর এই অনুগ্রহ কোনো পাপী ব্যক্তি পেতে পারে না। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮৬)

(৬৫) স্মৃতিশক্তি শক্তিশালী করার জিনিস

মধু ব্যবহার করা, চিনির সাথে আটা ব্যবহার করা, খালি পেটে ২১টি কিসমিস খাওয়াও স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করে এবং মানুষকে অনেক রোগ থেকে মুক্তি দেয়। (এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার আগে আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নিন)। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮৭)

(৬৬) দুশ্চিন্তা কমানোর উপায়

নামাযকে খুশু ও খুযুর সাথে (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহত্ত্বকে সামনে রেখে, দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ সরিয়ে, নামাযে মন লাগানো এবং শান্তভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এদিক ওদিক না দেখা, নিজের শরীর এবং পোশাক নিয়ে না খেলা এবং কোন অহেতুক কাজ না করা) আদায় করা, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে থাকা চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দেয়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮৭)

www.dawateislami.net

(৬৭) কোন জিনিসগুলো বিস্মৃতি রোগ সৃষ্টি করে?

ভেজা ধনিয়া খাওয়া, টক আপেল খাওয়া, ফাঁসিতে ঝুলানো ব্যক্তির মুখের দিকে তাকানো, কবরের ফলক পড়া, উটের সারির মাঝখান দিয়ে যাওয়া, জীবন্ত উকুন মাটিতে ফেলে দেওয়া, ঘাড়ের পিছনে টিকা(সুঁই) লাগানো, এই সমস্ত জিনিস বিস্মৃতি (অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার রোগ) সৃষ্টি করে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮৮)

(৬৮) জীবিকা কমে যাওয়ার একটি কারণ

মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দোয়া ভাগ্যকে পাল্টে দেয় এবং নেক কাজ বয়স বাড়িয়ে দেয়। আর নিঃসন্দেহে বান্দা গুনাহ করার কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। (মুসতাদরাক, ২/১৬৩, হাদিস: ১৮৫৭)

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৮৯)

(৬৯) রিযিক বৃদ্ধির কারণ

সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা নেয়ামত বৃদ্ধির কারণ, বিশেষ করে রিযিক বৃদ্ধিতে সহায়ক। একইভাবে, সুন্দর হাতের লেখা রিযিকের চাবিগুলোর মধ্যে একটি।

এবং হাস্যোজ্জ্বলতা ও মিষ্টভাষাও জীবিকা বৃদ্ধি করে। হযরত হাসান বিন আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেছেন: ঘর এবং পাত্র পরিষ্কার রাখা সচ্ছলতার কারণ। অধিকন্তু, জীবিকা বৃদ্ধির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো মানুষ যেন খুশু-খুজু (বিনয় ও নম্রতা) এবং তা'দীলে আরকানের (নামাযের রোকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা) প্রতি খেয়াল রেখে এবং সমস্ত ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদবের পুরোপুরি আদায় করে নামায আদায় করা। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৯১)

www.dawateislami.net

(৭০) অপ্রয়োজনীয় কাজের পরিণাম

مَنِ اشْتَغَلَ بِمَا لَا يَعْنِيْهِ يَفُوْتُهُ مَا يَعْنِيْهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে, সে তার প্রয়োজনীয় কাজও হারিয়ে ফেলে। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৯২)

(৭১) পাগল ব্যক্তি

যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে খুব বেশি কথা বলতে দেখবে, তখন তার পাগল হওয়ার ব্যাপারেও বিশ্বাস করে নিও। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৯২)

(৭২) দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়

বিনা প্রয়োজনে সবুজ গাছ কাটা থেকে বিরত থাকা, সুন্নাত ও আদবের প্রতি খেয়াল রেখে ওযু করা, খুশু-খুজুর (বিনয় ও নম্রতা) সাথে নামায আদায় করা, একই ইহরামে হজ ও ওমরা পালন করা অর্থাৎ 'হজে কিরান' আদায় করা, নিজের সুস্থতার খেয়াল রাখা । এই সকল কিছু দীর্ঘ জীবন লাভের উপকরণ। (রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ৯৫)

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

প্রথমে এটি পড়ুন! ১
দোয়ায়ে আত্তার: ২
দরূদ শরীফের ফযিলত ২
(১) সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ২
(২) দোয়ার সুযোগ পাওয়াই কবুল হওয়ার লক্ষণ ৩
(৩) জ্ঞানের সংজ্ঞা ৩
(৪) ফিকহের সংজ্ঞা ৩
(৫) দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ৩
(৬) দ্বীনি জ্ঞানের স্বাদ ৪
(৭) মানুষের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করা ৪
(৮) দুনিয়া প্রত্যাশী ৪
(৯) এই কিতাবটি পড়ে নিন ৫
(১০) জ্ঞান অর্জন করো ৫
(১১) পরামর্শ করা সুন্নাত ৫
(১২) সুরাইয়া তারকার সর্বোচ্চ চূড়ায় সবাই থাকতে চায় ৫
(১৩) ৬টি জিনিস ৬
(১৪) ক্লাসের বন্ধু কেমন হওয়া উচিত? ৬
(১৫) আদবের বরকত ৬
(১৬) ছেলে বা নাতি অবশ্যই আলিম হবে ৭
(১৭) নিকৃষ্টতম ব্যক্তি ৭
(১৮) ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত ছাত্র: ৭
(১৯) এক রাতে ১৭ বার ওযু ৭
(২০) ছোট করে লেখার নিষেধাজ্ঞা ৮
(২১) লাল রং দিয়ে লেখা ৮
(২২) শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ৮

www.dawateislami.net

(২৩) অহংকারের কুফল ৯
(২৪) অবিচলতার বরকত ৯
(২৫) তিন প্রকারের লোক ৯
(২৬) পরিশ্রম বৃথা যায় না ৯
(২৭) পরিশ্রম করুন ১০
(২৮) কাজের কথা ১০
(২৯) সফলতা অর্জনের উপায় ১০
(৩০) যতটুকু পরিশ্রম ততটুকু পুরুস্কার ১০
(৩১) যাদের সংকল্প দৃঢ়, যাদের দৃষ্টি আল্লাহর উপর ১১
(৩২) বড় কাজ পছন্দনীয় ১১
(৩৩) একজন কামিল উস্তাদের তার সবচেয়ে যোগ্য ছাত্রকে উপদেশ ১২
(৩৪) অলসতার কুফল ১২
(৩৫) জ্ঞানের স্থায়িত্ব ১২
(৩৬) ইলমে দ্বীনের কারণে ক্ষমার আশা ১২
(৩৭) ভুলে যাওয়ার রোগের কারণ ১৩
(৩৮) বুধবার একটি বরকতময় দিন ১৩
(৩৯) উস্তাদ সাহেব কতটুকু সবক দিবেন ১৩
(৪০) জ্ঞানকে লিখে (সংরক্ষণ) করে নাও ১৪
(৪১) জ্ঞানের খেদমতের বরকত ১৪
(৪২) প্রথমে মাপো, তারপর বলো ১৪
(৪৩) কথা বলার জন্য উপদেশ ১৪
(৪৪) প্রচুর জ্ঞান অর্জনের কারণ ১৫
(৪৫) আপনি এই বিষয়ে কী বলেন? ১৫
(৪৬) জ্ঞানের সাথে ব্যবসা সম্ভব ১৫
(৪৭) ইমাম আযমের জ্ঞানের কারণ ১৫
(৪৮) ফিকহ শাস্ত্রের অনেক বড় আলেম কিভাবে হলেন? ১৬

www.dawateislami.net

(৪৯) দ্বীনি ইলমের ছাত্র আত্মমর্যাদাশীল হবে.....১৬
(৫০) পাঠ পুনরাবৃত্তির গুরুত্ব.....১৬
(৫১) ছুটি করেননি ১৭
(৫২) একটি কিতাব মুখস্থ ১৭
(৫৩) কিছু গুনাহের শাস্তি.....১৭
(৫৪) দ্বীনি ইলমের স্বাদ.....১৮
(৫৫) দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সর্বোত্তম সময়.....১৮
(৫৬) সবচেয়ে তিক্ত জিনিস ১৮
(৫৭) লেখার বরকত.....১৯
(৫৮) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আর কল্যাণ.....১৯
(৫৯) মন ও প্রাণ দিয়ে কাজে লেগে যাও ১৯
(৬০) আমলহীন ছাত্রের জন্য সতর্কবাণী ১৯
(৬১) জ্ঞান অন্বেষণকারীর (ছাত্র) জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথা.....২০
(৬২) কাগজ ও কলম সব সময় সাথে রাখা.....২০
(৬৩) স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিকারী বস্তু ২০
(৬৪) ইমাম শাফেয়ীর তার উস্তাদের কাছে স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আরয করা.....২০
(৬৫) স্মৃতিশক্তি শক্তিশালী করার জিনিস.....২১
(৬৬) দুশ্চিন্তা কমানোর উপায় ২১
(৬৭) কোন জিনিসগুলো বিস্মৃতি রোগ সৃষ্টি করে? ২২
(৬৮) জীবিকা কমে যাওয়ার একটি কারণ ২২
(৬৯) রিযিক বৃদ্ধির কারণ ২২
(৭০) অপ্রয়োজনীয় কাজের পরিণাম ২৩
(৭১) পাগল ব্যক্তি.....২৩
(৭২) দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়.....২৩

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net